Press Release by Ministry of Health and Family Welfare (13.03.2020)

March 13, 2020

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তি (13.03.2020)

মার্চ 13, 2020

কোভিড-19 এর সংক্রমণকে গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা এবং সামলানোর জন্য ভারত সরকার রাজ্য/কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল সমূহের সাথে একসঙ্গে, নিবারণের জন্য সময়োচিত ও প্ররোচক বিভিন্ন স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জনস্বার্থে ভ্রমণের সীমাবদ্ধতা, ভিসা বাতিল এবং নিজ নিভৃতাবাস (সেলফ কোয়ারেন্টাইন)-এর মত চিরস্থায়ী, চূড়ান্ত নিবারণ যোগ্য এবং স্বতঃপ্রনোদিত কার্যকলাপের পরিস্থিতির উপরে রাজনৈতিক এবং প্রশাসনের সর্বোচ্চস্তর অনবরত সমীক্ষা এবং দেখভালের কাজ করে চলেছে।

দেশে প্রবেশ করার প্রধান জায়গাগুলিতে নজরদারি করা এবং বিমান বন্দরে সকল যাত্রীদের পরীক্ষা করা ও জাহাজ বন্দরে সকল নৌযান (ভেসেল) সার্বজনীনভাবে পরীক্ষা করা, কোভিড-19 আক্রান্ত দেশগুলি থেকে ভারতীয় নাগরিক দের ফিরিয়ে আনা ও তাদের নিভৃতাবাস (কোয়ারেন্টাইন)-এর সুবিধা দেওয়া এই সকল বিষয়গুলি দেশে কোভিড-19 কে গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখা এবং সামলাবার কাজে প্রচুর অবদান রেখেছে।

সকল রাজ্য এবং কেন্দ্রশাহিত অঞ্চলে গোষ্ঠী নজরদারী, নিভৃতাবাস (কোয়ারেন্টাইন), আইসোলেশন ওয়ার্ড, পর্যাপ্ত পিপিই, প্রশিক্ষিত মানবশক্তি, দ্রুত মোকাবিলাকারী দল-এর মত অত্যাবশ্যক সুবিধাগুলিকে আরো শক্তিশালী করা হচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত, মালদ্বীপ, মায়ানমার, বাংলাদেশ, চিন, আমেরিকা, শ্রীলংকা, নেপাল, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং পেরু-র মত দেশগুলি থেকে বিদেশে বসবাসকারী 48 জন ব্যক্তি সহ 1031 জনকে ভারত ফিরিয়ে এনেছে।

আজ পর্যন্ত কোভিড-19 আক্রান্ত দেশগুলি থেকে ফিরিয়ে আনা 890 জনকে 14 দিনের জন্য বিচ্ছিন্ন রাখার (আইসোলেশন) পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং প্রোটকল অনুযায়ী পরীক্ষায় কোভিড-নেগেটিভ ফল পাওয়া গিয়েছে।

1 লা এবং 3 রা ফেব্রুয়ারী 2020 তারিখে চিনের উহান থেকে ফিরিয়ে আনা 654 জনকে 18ই ফেব্রুয়ারী 2020 তারিখে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

জাপান থেকে 124 জন এবং চিন থেকে 112 জন ফিরিয়ে আনা ব্যক্তির দ্বিতীয় দফার কোভিড-19 পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসার পরে আজকে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কোভিড-19 সংক্রামিত প্রধান দেশগুলি থেকে বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনতে ভারত নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। ভারত, বিজ্ঞানী, ল্যাবের জন্য সরঞ্জাম, রিএজেন্টস প্রেরণ করেছে এবং সংগৃহীত নমুনা দেশে পরীক্ষা করার জন্য নিয়ে এসেছে।এখনও পর্যন্ত, ইরান থেকে 1199 টি নমুনা সংগ্রহ করে ভারতে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়েছে।

ভারতীয় বায়ু সেনার একটি বিশেষ উড়ানে করে 10ই মার্চ 2020 তারিখে ইরান থেকে 58 জন যাত্রীকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ইরান থেকে জনগণকে ফিরিয়ে আনার জন্য মহান এয়ার ক্লাইটকেও ভারত সুবিধা প্রদান করেছে এবং আজকে 44 জন যাত্রী সহ একটি উড়ান মুম্বাইয়ে অবতরণ করেছে। এইসকল যাত্রীদের মুম্বাইয়ের নেভির ডেরায় নিভৃতাবাস(কোয়ারেন্টাইন)-এ রাখা হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে মহান এয়ার ক্লাইটের আরকেটি উড়ান আগামীকাল দিল্লিতে অবতরণ করবে। প্রয়োজন অনুযায়ী, পরীক্ষাতে নেগেটিভ ফল প্রাপ্ত ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনার জন্য এই ধরনের বিশেষ উড়ানের আরও ব্যবস্থা করা হবে।প্রোটকল অনুযায়ী ইরানে পজিটিভ ফল আসা ব্যক্তিদের চিকিৎসার সাথে ভারত সমন্বয় রেখে চলেছে।

সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রক থেকে একটি চার সদস্যের ডাক্তারের দলকে রোমেও পাঠিয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে সরঞ্জাম এবং রিএজেন্ট নিয়ে তারা সবে মাত্র রোমে পৌঁছিয়েছে এবং ভারতীয়দের থেকে নমুনা সংগ্রহ করার পরে সেগুলি পরীক্ষা করার জন্য ভারতে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

এর অতিরিক্ত, 30টি বিশেষ রূপে চিহ্নিত বিমান বন্দরের 10,876টি উড়ানের 11,71,061 জন যাত্রীকে পরীক্ষা করা হয়েছে, 3,062 জন যাত্রী ও 583 সংষ্পর্শে আসা ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আইডিএসপি/নির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। 42,296 জন যাত্রীকে গোষ্ঠী নজরদারীতে রাখা হয়েছে, যাদের মধ্যে 2,559 জন ছিলেন লক্ষণযুক্ত(সিম্পটোমেটিক)এবং 522 জন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। অতিরিক্ত 25,504 জন যাত্রীকে প্রধান ও অপ্রধান সমুদ্রবন্দরে এবং 14 লাখেরও বেশী ব্যক্তিকে ভূমি বন্দরে পরীক্ষা করা হয়েছে।

আজ অবধি, দেশে কোভিড -19 –এর 81 টি সুনির্দিষ্ট ঘটনা পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে 3 জনকে কেরলে চিকিৎসা করার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এর অতিরিক্ত, সফদরজঙ্গ থেকে আরও 7 জনকে চিকিৎসার পরে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এইসকল নির্দিষ্ট ঘটনার মধ্যে 64 জন হলেন ভারতীয় নাগরিক, 16 জন ইতালির নাগরিক, এবং 1 জন কানাডার নাগরিক।এই সকল ব্যক্তির সংষ্পর্শে যারা এসেছিলেন সক্রিয় ভাবে তাদের খোঁজ করার কাজও চলছে। এখনও পর্যন্ত সংষ্পর্শে আসা 4000 জনকে চিহ্নিত করে তাদেরকে গোষ্ঠী নজরদারীতে রাখা হয়েছে।

সুনির্দিষ্ট ঘটনার মধ্যে কোভিড-19 –এ দেশে প্রথম মৃত্যুর ঘটনাটিও রয়েছে। কর্ণাটকে কো-মর্বিডিটি, যেমন অ্যাজমা এবং রক্তে উচ্চচাপের কারণে একজন 76 বছর বয়সী ব্যক্তির মৃত্যু সুনিশ্চিত হয়েছে এবং পরীক্ষাতে তার কোভিড- 19 পজিটিভও পাওয়া গিয়েছে।প্রোটকল অনুযায়ী সকল প্রকারের

সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন সংস্পর্শে আসা সকল ব্যক্তিকে হোম কোয়ারেন্টাইনে রাখাকে কর্ণাটকের রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর যথাযথভাবে নজর রেখে চলেছে।

আবারও উল্লেখ করা হচ্ছে যে, বিদেশে অনাবশ্যক ভ্রমণকে এড়িয়ে চলা এবং ভারত সরকার দ্বারা প্রচারিত ভ্রমণ উপদেষ্টাতে উল্লেখ করা অত্যাধিক সংক্রামিত এবং মৃত্যুর ঘটনা সহ দেশগুলিতে ভ্রমণ করা থেকে বিরত থাকার জন্য ভারতীয়দের কঠোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ভারতে ফিরে আসা সকল আন্তর্জাতিক যাত্রী সাধারণের তাদের স্বাস্থ্যের পরীক্ষা নিজের থেকে করা এবং সরকারের বিস্তারিত বিবরণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় 'কি কি করার' এবং 'কি কি করার নয়' সেগুলিকে অনুসরণ করা উচিত।

কোন কারণে যদি, জ্বর, শুকনো কফ, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদির মত লক্ষণ দেখা দেয় তাহলে অনুগ্রহ করে ডাক্তার দেখান অথবা মন্ত্রকের 24X7 হেল্পলাইন - 011-23978046 নম্বরে ফোন করুন। ডাক্তার দেখানোর জন্য বাইরে বেড়োবার আগে মাস্ক পড়ার কথাটা মনে রাখবেন।

DISCLAIMER : This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.